মেহেরপুরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৭ জুলাই) বিকাল পাঁচটার দিকে সনাতনী রীতি অনুযায়ী এ রথযাত্রা শুরু হয়। মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রথযাত্রাটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা এ সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের জয় গান করেন। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের ধর্মানুসারীরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এর পূর্বে মন্দিরে পূজা-আর্চনা আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রা শেষে অনুসারীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা পুরস্কার বিতরণ

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৪ ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৭ জুলাই) বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে মহাজনপুর ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন গোপালপুর সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২ শূন্য গোলে গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কে পরাজিত করে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জেলা পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাফিউল ইসলাম এবং সর্বোচ্চ গোল দাতা নির্বাচিত হয়েছেন সাদিকুল ইসলাম।

অপরদিকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন গৌরি নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোনাখালী ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে গৌরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জেলা পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে । বঙ্গমাতা খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর রিয়া খাতুন এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন সুমাইয়া-তাসনিম মারিয়া।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম সভাপতিত্বে, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উপভোগ ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উপভোগ করেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার দত্ত, সহকারী কমিশনার ভুমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজিব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদের অফিসারবৃন্দ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ উৎসুক দর্শক উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা উপভোগ করেন।

গাংনীতে গোসল করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টে নিথর হলেন বালি ব্যবসায়ী

গাংনীতে গোসল করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন শাহিন আলম (৩৫) নামের এক বালি ব্যবসায়ী। বিদ্যুত চালিত মটরের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যান তিনি।

নিহত শাহিন আলম বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার রেজাউল হকের ছেলে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার দিকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎপৃষ্টের এই ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে গাংনী পৌর সভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলমগীর হোসেন জানান, শাহিন সারাদিনের কাজ সেরে নিজ বাড়িতে গোসল করার জন্য বিদ্যুৎ চালিত মটরে পানি নিতে যান। তিনি মটরের সুইচ দিতে গেলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। পরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক আতিকুজ্জামান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসক আতিকুজ্জামান জানান, হাসপাতালে আসার আগেই শাহিন আলমের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পাম্পের তারের ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিনি মারা গেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে প্রেমিকার ছেলে কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে জখম করলো যুবলীগ নেতাকে

গাংনীতে মায়ের পরোকীয় প্রেমিক গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিকে (৫২) ধারালো কাস্তে (ধান কাটা অস্ত্র) দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ছেলে। মারাত্বক জখম নিয়ে যুবলীগ নেতা শফিকুল এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার গলায় ৬১ টি, হাতে ১২টি ও শরীরের অন্য অংশে ১৫ টির অধিক সেলাই হয়েছে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার (৬ জুলাই) দিবাগত রাত ২ টার দিকে।

আহত শফিকুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মোকাদ্দেস আলী মহুরার ছেলে। সে হিজলবাড়িয়া গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম একই পাড়ার মামা সম্পর্কের দিন মজুর কৃষক সাবাজুল ইসলামের বাড়িতে ওঠাবসা করেন। এই সুযোগে ওই কৃষকের স্ত্রীর সাথে পরোকীয়ায় লিপ্ত হন শফিকুল। পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে গতরাত দেড় টার দিকে শফিকুল ইসলাম সাবজুলের বাড়িতে যান। চুপি চুপি মামী সম্পর্কের প্রেমিকার ঘরে ওঠেন তিনি। এসময় সাবজুল ইসলামের ছেলে ফিরোজ দেখে ফেলেন। রাতে তার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে ফিরোজ ধারালো দেশীয় অস্ত্র কাস্তে নিয়ে বাড়ির প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় থাকেন। কিছুক্ষণ পর তার মায়ের ঘর থেকে শফিকুল পালিয়ে যাওয়ার সময় ফিরোজ তাকে জাপটে ধরে। এসময় দুজনের মধ্যে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে ফিরোজকে জোর করে ফেলে পালানোর সময় ফিরোজের হাতে থাকা কাস্তে তার গলায়, হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে। এতে শফিকুলের গলায়, হাতে ও বুকসহ বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম হয়।

ফিরোজ জানান, মায়ের সাথে শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন পরোকীয়া প্রেম করে আমি গ্রামের মানুষের মুখ থেকে শুনি। আমি বলেছিলাম আমি এসব বিশ্বাস করিনি। যেদিন আমার সামনে তারা পড়বে, সেদিন বিচার করবো। গতরাতে আমি আমার মায়ের পাশের রুমে সুয়ে আছি। ওই সময় জেগে ছিলাম।

শফিকুলকে আমার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে। বাড়ির প্রধান গেটে (বাঁশের র্যালিং দিয়ে তৈরী) কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে মায়ের ঘর থেকে নেমে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেটের সামনে আসা মাত্রই আমি তাকে জাপটে ধরি। সে আমাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে হাতে থাকা কাস্তে দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করি।

তিনি আরও বলেন, মায়ের সাথে এই ঘটনাটি গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। আমি তাদের পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছি। শফিকুলকে আমাদের বাড়িতে না আসতে বারবার নিষেধ করেছি। তারপরেও সে শোনেনি। গ্রামের লোকজনও তাকে বারবার নিষেধ করেছেন। তারপরও সে নিষেধ শোনেনি।

এদিকে ওই নারী দাবি করেন, আমার কাছে না আসার জন্য আমি প্রায় এক বছর যাবৎ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারপরেও সে আমাকে বিভিন্নভাবে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছে। গতরাতে আমি আমার স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছি। এই সুযোগে সে জোরপূর্বক আমার কাছে এসেছে। আমি এখন তার বিচার চাই।

এদিকে শফিকুল ইসলামের পিতা মোকাদ্দেস আলী মহুরি ও বোন রহিদা খাতুন শফিকুল ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, ওই নারী চরিত্রহীন। আমার ছেলেকে মোবাইল ফোনে ডেকেছে, আমার ছেলে তার কাছে গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একাধিক নারী ও গ্রামবাসি জানান, শফিকুলের বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারী কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে। ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারেনা। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে, এলাকার মানুষ শফিকুল ইসলামের বিচার দাবি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, রাতে ঘটনাটি শোনার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য আলামত উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। শফিকুল ইসলাম বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ দেইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আর কত বয়স হলে আব্দুর রব পাবে বয়স্ক ভাতা!

যাত্রাশিল্পী আব্দুর রব এখন বেকার, সম্পূর্ণ বেকার। বয়স্ক ভাতা পেতে সমাজ সেবায় আবেদন করেছিলেন বছর খানেক আগে। এখনও ভাতা পেতে তালিকায় নাম উঠেনি। ভাতা পাবার জন্য অনেকের দারস্থ হচ্ছেন।

আশির দশকের যাত্রামঞ্চের চূড়ামনি, মঞ্চমাতানো ডার্ক-হিরোর এখন আর কোনো কাজ নেই। পেশাদারি ও অ্যামেচার মঞ্চ যিনি এক সময় দাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন, সেই তিনি-ই কোনো রঙ্গমঞ্চে পা দেবার শক্তি হারিয়েছেন। রোগশোকে হারিয়েছেন কর্মশক্তি। শহরের হোটেল বাজারের মৌসুমী টেইলার্সেও আর বসেন না। প্রয়াত স্ত্রী আর যাত্রার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদের ভালবাসার স্মৃতি তার বড় সম্বল। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে বার্ধক্যজনিত রোগ। সেসব রোগের চিকিৎসার আর্থিক প্রয়োজনে তাকে স্বজনদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রতিদিন সকাল হলেই অসুস্থ শরীর নিয়ে লাঠিতে ভর করে শহরের পরিচিত স্বজনদের কাছে ছুটে যান। সেসব স্বজনদের দেয়া সহায়তায় ওষুধ কিনে থানা সড়কে মুখার্জি পাড়ার বাড়িতে ফেরেন। তিন সন্তানের পিতা রব। দুই ছেলে পৃথক। ছোট ছেলে তার সাথে। সেই ছেলে শহরের হোটেল বাজারে রাস্তার পাশে চা স্টলের উপর্জনে চলে চার সদস্যের সংসার চালাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

আব্দুর রব শহরের হোটেল বাজারে একটি ফার্মেসীর পাশে বসেছিলেন ওষুধ কেনার সহায়তা পেতে। কেমন আছেন জানতে চাইলে এই অভিনেতার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করে। এক সময় যাত্রামঞ্চেও চোখে পানি ঝরেছে। সে পানি কৃত্রিম। তিনি বলেন- “অভিনয় জীবনে সংসার, সমাজ, দেশের দুঃসাশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আজ নিজ জীবনের হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছি হাত পেতে। জেলা সমাজসেবা অফিসে দুস্থ ভাতার জন্য এক বছর আগে আবেদন করেছিলাম। এখনও কোন সাড়া পা্ইনি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন- দুস্থ যাত্রাশিল্পী হিসেবে বার্ষিক সহায়তা করা হয়।
মেহেরপুরের যাত্রাশিল্পের পরম্পরায় এক অনিবার্য নাম আব্দুর রব।

যাত্রাশিল্পকে মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে কৈশোর থেকে কাজ করেছেন তিনি। বিরল এই অভিনেতা বহু পালায় নির্দেশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। শারীরীক কারণে যাত্রার আসর ছেড়েছেন প্রায় দেড় দশক আগে, তারপরও যাত্রাশিল্পী হিসেবে তার নাম আজও এ জনপদের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত আব্দুর রব নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন কখনও অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে, কখনও-বা যাত্রা সংগঠক হিসেবে। তিনি নিজগ্রাম ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়িতে একটি নাট্যসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্যাতিমান অভিনেতারা সেই দলে অভিনয় করতেন।

আব্দুর রবের জন্ম ১৯৫২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়ি গ্রামে। তার বাবার নাম আহসান নবী, মাতা ছুরাতন বিবি। ১৯৬৯ সালে তার পরিবার মেহেরপুর শহরের মুখার্জি পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। জীবিকা হিসেবে বেছে নেন দর্জির কাজ। কৈশোর থেকেই তিনি সংস্কৃতিমনস্ক ও যাত্রামোদী। যাত্রাগানের আলোক-উজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ, সাজঘর, যাত্রাপালার অতিনাটকীয় সংলাপ আর অর্কেস্ট্রাদলের সুরমুর্ছনা তাকে মুগ্ধ, বিহবল ও আলোড়িত করত বেশি। যেখানেই যাত্রার আসর, সেখানেই তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হাজির হতেন। একটি পয়সা দাও, কলংকিনি বধূ, এক মুঠো অন্ন চাই, ময়লা কাগজ, নাচমহল, কোহিনূর, অশ্রু দিয়ে লেখা, রক্তে রোয়া ধান, অচল পয়সা, অনুসন্ধান, দেবী সুলতানা প্রভৃতি যাত্রাপালায় অভিনয় করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যুব মহিলা লীগের ২২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের ২২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা যুব মহিলা লীগ আয়োজনে শনিবার (৬ জুলাই ) দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনের সামনে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

জেলা যুব মহিলা লীগ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সভাপতিত্বে এসময় সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগ সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুননেসা লতা, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগ সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুনুসহ জেলা যুব মহিলা লীগের অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মোহনা টিভি সাংবাদিকের বাবার ইন্তেকাল

মোহনা টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদের বাবা হাজী আব্দুল বারী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—রাজিউন)।

আজ শুক্রবার (৬ জুলাই) রাত ৩টার দিকে স্ট্রোকজনিত কারণে নিজ বাসভবন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে মারা যান তিনি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ শনিবার সকাল ১০টার হাড়িয়াদহ ঈদগাহ ময়দানে তার নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থান ময়দানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে ফারুক আহমেদের বাবার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, সাবেক এমপি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন সাংবাদিকবৃন্দ

শোক জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ফেনসিডিলসহ নানী নাতনী আটক

মেহেরপুরে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার স্ত্রী সুজান বেগম (৫৫) ও মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মৃত মফিজুল ইসলামের ছেলে মোঃ লিজন মিয়া(১৯)।
সম্পর্কে তারা নানী ও নাতনী।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করেন। র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান জানান, পাচারের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে মাদক মজুত করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করা হয়। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩২ বোতল ফেনসিডিল। ফেনসিডিলের আনুমানিক মুল্য মূল্য ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রীর টাকাসহ সহায়-সম্বল লুটে নিয়ে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ

প্রথম স্বামীর সংসার ভেঙ্গে পরোকিয়া প্রেমিকের সাথে ঘর বেঁধেছিলেন কল্পনা খাতুন (৪০)। বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে বাবার বাড়ির জমি বিক্রি করে স্বামী মনিরুল ইসলামকে কিনে দিয়েছেন পালসার মোটরসাইকেল। তারপরেও সুখে আসেনি কল্পনা খাতুনের। আবারো জমি বিক্রি করে কিনেছেন ট্রাক্টর। সেই ট্রাক্টর কল্পনার নামে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রতারণার মাধ্যমে নিয়েছেন নিজের নামে। সব হারিয়ে কল্পনা এখন ঘুরছেন পথে পথে। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রাম কৃষ্ণপুরধলা গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০) একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের মেয়ে ও আসাদুলের স্ত্রী কল্পনা খাতুন (৪০) কে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেড় বছর আগে বিয়ে করে। বিয়ের পর নানা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রীর গচ্ছিত নগদ টাকা ও শ্বশুরের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে প্রায় ১২ লাখ টাকা স্বামী মনিরুল ইসলাম হাতিয়ে নেয়। ঐ টাকা দিয়ে ২টি ট্রাক্টর কেনেন। ট্রাক্টর দুটি স্ত্রী কল্পনার নামে দেয়ার কথা থাকলেও অবশেষে নিজের নামে করে নিয়েছে। তারপরেও কল্পনার উপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়ায় মনিরুলকে একটি পালসার মোটরসাইকেল কিনে দেয় কল্পনা খাতুন। মোটরসাইকেল কেনার রসিদ স্ত্রী কল্পনার নামে ইস্যু করার অপরাধে মনিরুল ইসলাম তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

অসহায় কল্পনা খাতুন তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে মনিরুলের সহযোগীরা কল্পনাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনায় কল্পনা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) দুপুরের দিকে মনিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলা শহরে আসেন। খবর পেয়ে কল্পনা খাতুন তার দেওয়া মোটরসাইকেলটি ও ১২ লাখ টাকা উদ্ধার করতে গাংনী উপজেলা শহরে

আসেন।

এসময় মনিরুল ইসলাম ও তার লোকজন কল্পনা খাতুনকে ধরে টানা হেঁচড়ার পাশাপাশি কিল ঘুষি মেরে আহত করে গলার একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। কল্পনা খাতুন অভিযোগ করেন রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সদ্য প্রয়াত মেম্বর আনারুল ইসলামের ছেলে লাল্টু তাকে কিল মেরে স্বর্ণের চেইনটি ছিনিয়ে নিয়ে নিয়েছে। এসময় অসংখ্য লোকজন জড়ো হয়। ধ্বস্তাধস্তির এক পর্যায়ে মনিরুল ইসলাম মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।

কল্পনা খাতুন আরো জানায়, মনিরুল ইসলাম আমার সাথে প্রতারণা করে আমার সব লুটে নিয়েছে। আমার বাবার মাঠান জমি (দেড় বিঘা) বিক্রি করে ১৫ লাখ টাকা, বাড়ির ৪ শতাংশ জমি বিক্রির টাকা আমাকে ফুসলিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে। আমাকে এখন পথের ভিখেরি বানিয়েছে। সে এখন আমার কোন খোঁজ খবর নেয় না। আমি আমার ১২ লাখ টাকা ফেরত চাই। ন্যায্য টাকা ফেরত পেতে এবং প্রাণনাশের হুমকির বিরুদ্ধে থানায় মামলা করবেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে ধলা গ্রামের একাধিক ব্যক্তি জানান, কল্পনা যা বলছে তা সব সত্য। তারা বলেন, প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে তার সোনার সংসার নষ্ট করেছে মনিরুল ইসলাম। তার আগের পক্ষের একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে। সেই সন্তানকেও দেখে না।

এ ব্যপারে মনিরুল ইসলামকে ফোন দিলে তার চাচাতো ভাই শিমুল (একজন অবৈধ মাটি ব্যবসায়ী) জানান, আপনারা মনিরুল কে দায়ী না করে কল্পনাকে নিয়ে লিখতে পারেন। মনিরুল নির্দোষ। মনিরুলের বিরুদ্ধে কিছু লিখবেন না। সে কল্পনার সাথে প্রতারণা করেনি। কল্পনা কোন টাকা পয়সা পাবে না। সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পুর্ণ মিথ্যা। এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত কল্পনা আদালতে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মেহেরপুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুরের দাফন সম্পন্ন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা জিল্লুর রহমানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অফ অনার শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে একই স্থানে তার নামাযের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

জিল্লুর রহমান স্ত্রী, ১ ছেলে, ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে গেলেন।

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমানের দাফনের আগে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূ’মি) ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান অভিবাদন গ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মুক্তিযোদ্ধার জিল্লুর রহমানের ছেলে হাসান হাফিজুর রহমান, বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) সকালে তিনি গোভিপুরস্থ নিজ বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সকাল ৮ টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া মারা যান।